

ধর্ম

ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে চট্টগ্রামে জশনে জুলুস শুরু

প্রতিবেদক: ঢাকা প্রোব চট্টগ্রাম

প্রকাশের তারিখ: মঙ্গলবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ০১:৩৬ PM



চট্টগ্রামে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে ৫৫তম ঐতিহাসিক জশনে জুলুস অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শান্তি, মানবতা ও অহিংসার বার্তা নিয়ে আয়োজিত এ জুলুসে অংশ নিতে ভোর থেকেই নগরে আসতে শুরু করেন মানুষ।

চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজেলা ছাড়াও দেশের নানা এলাকা থেকে মানুষ জুলুসে যোগ দিতে নগরে আসছেন। কেউ বাসে, কেউ ট্রাকে, আবার অনেকে হেঁটে মুরাদপুর ও ষোলশহরের দিকে যাচ্ছেন। ভোর থেকেই বিভিন্ন সড়কে মানুষের দীর্ঘ সারি দেখা গেছে।

আনজুমনে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এবারের জুলুসে ৫০ লাখের বেশি মানুষের সমাগম হবে বলে আশা করছেন আয়োজকেরা। জুলুস ঘিরে নগরের বিভিন্ন সড়ক ও গুরুত্বপূর্ণ মোড় সাজানো হয়েছে। তোরণ, ব্যানার, ফেস্টুন ও সবুজ পতাকায় বদলে গেছে নগরের চিত্র।

বুধবার (২৬ আগস্ট) সকাল ৮টায় নগরের ষোলশহর জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসার পাশে আলমগীর খানকা-এ কাদেরিয়া সৈয়দিয়া তৈয়বিয়া থেকে জুলুস শুরু হয়। এতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন দরবারে সিরিকোটের সাজ্জাদানশীন পীর আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ সাবির শাহ।

তার সঙ্গে অতিথি হিসেবে রয়েছেন সাহেবজাদা সৈয়দ মুহাম্মদ কাসেম শাহ ও শাহজাদা সৈয়দ মুহাম্মদ আকিব শাহ।

জুলুসটি মুরাদপুর, ২ নম্বর গেট, জিইসি মোড়, ওয়াসা, দামপাড়া, লালখান বাজার ও টাইগারপাসসহ নগরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করবে। পরে এটি জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মাদরাসা মাঠে গিয়ে শেষ হবে।

সেখানে মাহফিল ও জোহরের নামাজ অনুষ্ঠিত হবে। দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি কামনায় মোনাজাতেরও আয়োজন রয়েছে।

জুলুসকে কেন্দ্র করে গত কয়েক দিন ধরে নগরের বিভিন্ন এলাকায় সাজসজ্জা চলছে। ষোলশহর, মুরাদপুর, জিইসি মোড়, ওয়াসা, লালখান বাজার ও টাইগারপাস এলাকায় নির্মাণ করা হয়েছে নানা আকৃতির তোরণ। সড়কের দুই পাশে ও বিভিন্ন স্থাপনায় টানানো হয়েছে পতাকা ও ব্যানার।

জুলুসের শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি আনজুমান ট্রাস্টের প্রায় ১০ হাজার স্বেচ্ছাসেবক দায়িত্ব পালন করবেন। মুসল্লিদের সুবিধায় মাদরাসা ও আশপাশের এলাকায় শতাধিক অস্থায়ী শৌচাগার স্থাপন করা হয়েছে।

আয়োজকেরা জানান, ১৯৭৪ সালে আওলাদে রাসূল আল্লামা হাফেজ সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (র.)-এর দিকনির্দেশনায় চট্টগ্রামে প্রথম জশনে জুলুসের আয়োজন করা হয়। এরপর প্রতিবছর ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে এ আয়োজন হয়ে আসছে।

চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার হাসান মো. শওকত আলী বলেন, জশনে জুলুসের মতো বড় ও সংবেদনশীল সমাবেশে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা পুলিশের বড় দায়িত্ব। শৃঙ্খলা ও সততার বিষয়ে কোনো ধরনের আপস করা হবে না।

এ বিভাগের আরও খবর



বাংলা ভাষায় সুফি তাকসিরের একাডেমিক পরিসর বিস্তারের আহ্বান
বাংলা ভাষায় কুরআনের সুফি তাকসিরচর্চাকে আরও বিস্তৃত ও প্রাতিষ্ঠানিক একাডেমিক পরিসরে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে খাজা ওসমান ফারুক...



অমুসলিম ছেলের সঙ্গে মুসলিম মেয়ের পালিয়ে বিয়ে: ইসলাম কী বলে?
বর্তমান সময়ে প্রেমের সম্পর্ক, পারিবারিক বিরোধ এবং সামাজিক নানা বাস্তবতার কারণে তরুণ-তরুণীদের পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করার ঘটনা কম নয়। তবে যখন একটি...



জুমার নামাজের ইতিহাস, কখন থেকে শুরু হয় এই রীতি
ইসলামে সপ্তাহের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ দিন শুক্রবার বা 'ইয়াওমুল জুমআ'। বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের জন্য জুমার দিনটি সাপ্তাহিক উৎসবের দিন হিসেবে বিবেচিত....



হজ কার্যক্রমে আরও ৩৮ এজেন্সিকে অনুমতি দিলো সরকার
আগামী বছর হজ কার্যক্রমে অংশ নিতে আরও ৩৮টি এজেন্সিকে অনুমতি দিয়েছে সরকার। মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) শর্ত সাপেক্ষে যষ্ঠ পর্যায়ে প্রাথমিকভাবে য....

Copyright Dhaka Probe

অনলাইন সংস্করণ পড়তে ভিজিট করুন: <https://dhakaprobe.com/religion/ide-miladunnbi-uplkshe-chttgrame-jshne-julus-shuru>